কৃষি আবহাওয়া তথ্য পদ্ধতি উন্নতকরণ প্রকল্প
কম্পোনেন্ট সি-বিডব্লিউসিএসআরপি
কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর

২৪-৩০ জুন, ২০২০ এর সম্ভাব্য বন্যা ও অতি ভারী বৃষ্টিপাতের জন্য বিশেষ কৃষি আবহাওয়া পরামর্শ

(কুড়িগ্রাম, লালমনিরহাট, গাইবান্ধা, জামালপুর, সিরাজগঞ্জ, টাংগাইল, ঠাকুরগাঁও, শেরপুর, রংপুর, রাজশাহী, পঞ্চগড়, পাবনা, নীলফামারী, নাটোর, নওগাঁ, ময়মনসিংহ, জয়পুরহাট, জামালপুর, দিনাজপুর, চাঁপাইনবাবগঞ্জ ও বগুড়া জেলার জন্য)

প্রকাশের তারিখ: ২৩/০৬/২০২০

বন্যা পূর্বাভাস ও সতর্কীকরণ কেন্দ্র, বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ডের আগামী ১০ দিনের সম্ভাব্য পূর্বাভাস (২২ জুন, ২০২০ তারিখের পূর্বাভাস) অনুযায়ী ব্রহ্মপুত্র-যমুনা নদীর পানি সমতল আগামী ১০ দিন বাড়তে পারে। এর ফলে এই মাসের শেষ নাগাদ কুড়িগ্রাম, লালমনিরহাট, গাইবান্ধা, জামালপুর, সিরাজগঞ্জ ও টাংগাইল জেলার নিম্নাঞ্চলে স্বল্প-মধ্য মেয়াদী (অন্তত ৩-৫ দিন) বন্যা হওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে।
বাংলাদেশ আবহাওয়া অধিদপ্তরের পূর্বাভাস অনুযায়ী আগামী ৬ দিন (২৪-২৯ জুন, ২০২০) ঠাকুরগাঁও, টাংগাইল, সিরাজগঞ্জ, শেরপুর, রংপুর, রাজশাহী, পঞ্চগড়, পাবনা, নীলফামারী, নাটোর, নওগাঁ, ময়মনসিংহ, লালমনিরহাট, কুড়িগ্রাম, জয়পুরহাট, জামালপুর, গাইবান্ধা, দিনাজপুর, চাঁপাইনবাবগঞ্জ ও বগুড়া জেলায় অতি ভারী বৃষ্টিপাতের সম্ভাবনা রয়েছে।

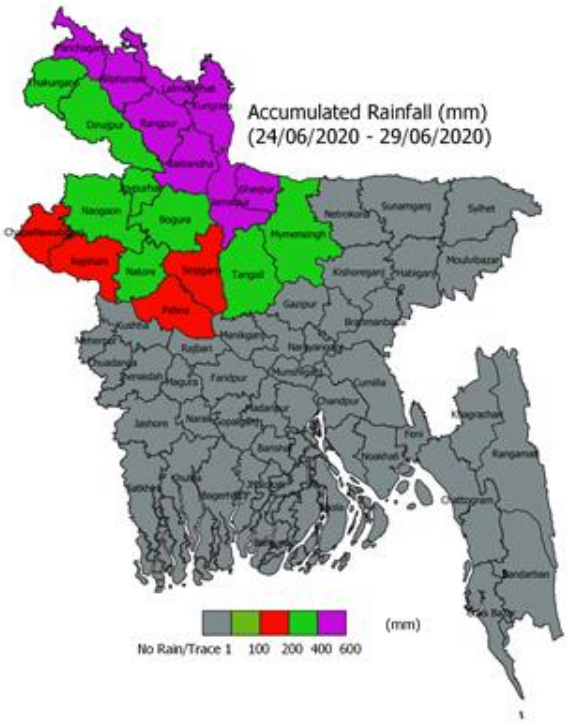

এই পরিস্থিতিতে উপরোক্ত জেলাগুলোর জন্য নীচের পরামর্শসমূহ প্রদান করা হলো:

- জমি থেকে অতিরিক্ত পানি নিষ্কাশন করুন। জলাবদ্ধতা পরিহারের জন্য বীজতলার চারপাশে নিষ্কাশন নালা তৈরি করুন।
- নিষ্কাশন নালা পরিষ্কার রাখুন যেন জমিতে পানি জমে না থাকতে পারে।

- দণ্ডায়মান ফসলকে বন্যা ও অতিবৃষ্টির ক্ষতি থেকে রক্ষার জন্য জমির আইল উঁচু করে দিন।
- উঁচু জায়গায় সমবায় ভিত্তিক আমন বীজতলা তৈরি করা যেতে পারে।
- সেচ, সার ও বালাইনাশক প্রদান এবং চারা রোপণ থেকে বিরত থাকুন।
- দ্রুত পরিপক্ক সবজি ও উদ্যানতাত্বিক ফসল সংগ্রহ করে নিরাপদ ও শুকনো জায়গায় সংরক্ষণ করুন।
- পরিপক্ক ভুট্টা দ্রুত সংগ্রহ করে ফেলুন।
- কলা ও অন্যান্য উদ্যানতাত্বিক ফসল এবং সবজির জন্য খুঁটির ব্যবস্থা করুন।
- আখের ঝাড় বেঁধে দিন।
- জরুরি খাদ্য ও অন্যান্য সামগ্রী নীচু এলাকা থেকে উঁচু এলাকায় স্থানান্তরের জন্য নৌকার ব্যবস্থা রাখুন।
- গবাদি পশু ও হাঁসমুরগী উঁচু জায়গায় রাখুন।
- পুকুরের চারপাশ উঁচু করে দিন। সম্ভব হলে চারপাশ জাল বা বাঁশের চাটাই দিয়ে ঘিরে দিন যেন বন্যার পানিতে মাছ ভেসে না যায়।